দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 2 9 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

অঙ্গীকার সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ হলো না!

আর ২৯ দিন

মোশতাক আহমেদ ॥ জোট সরকারের পাঁচ বছরের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়ে আসলেও দেশের প্রায় এক লাখ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হলো না। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকলেও আজ পর্যন্তও এই শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ হলো না। এখনও শিক্ষকরা এই দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে জোট সরকারের ক্ষমতার বাকি এক মাসের মধ্যেও এসব শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করবে না। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, প্রধানমন্ত্রী কি তা হলে

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অঙ্গীকার সত্ত্বেও

(প্রথম পাতার

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিসেবেই চিহ্নিত
বিদায় নেবেন? অবশ্য শিক্ষকরা এখনও আশা প্রকাশ
বলেছেন, সরকারের বাকি সময়েই চাকরি জাতীয়কর
সিদ্ধান্ত নেবে।
দেশের ৩৭ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম
তেইশ হাজার বেসরকারী (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যা
সমানভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। প্রায় এক
শিক্ষক-শিক্ষিকা এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করছে
সরকারী বিদ্যালয়ের মতো একইভাবে শিক্ষাদান কর
বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দিক
সরকারী স্কুলের সঙ্গে তাদের বৈষম্য আকাশ-পাতাল।
চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারী প্রাথ
বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন
আসছেন। সামান্য বেতন বাড়লেও তাঁদের মূল
চাকরি জাতীয়করণ হচ্ছে না। তাঁদের এ দাবি পূ
সরকারও এগিয়ে আসছে না। এ অবস্থায় তাঁরা আন্দো
চালিয়েই যাচ্ছেন।
দেশের শিক্ষকরা এমনিতেই অবহেলিত। এর
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আরও
অবহেলার শিকার। তাঁদের অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়ি
তাঁদের বেতনভাতা, সুযোগ-সুবিধাও নগন্য। এ
কেউ মাথা ঘামায় না। পেটে ভাত না থাকলে
আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা যায় না —এটা
বুঝতে চায় না। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদে
আর্থিক সমস্যা রয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে বেসর
শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা আরও করুণ। এ কারণেই
দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক
চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে আসছিল। এ দা
দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানামুখী আন্দোলন।
বর্তমান জোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার থেকে
করে আজকের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও
শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে
আওয়ামী লীগ আমলে যখন শিক্ষকরা এই দা
রাজপথে দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন তখন আজ
প্রধানমন্ত্রী ও তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খা
জিয়া ২০০০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ওসমানী উদ
প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশে গিয়ে বলেছিলেন, '
তারিখ ক্ষণ লিখে রাখুন" ক্ষমতায় গেলে অবশ্যই
মেনে নেয়া হবে। কিন্তু জোট সরকারের ক্ষমতার
পর্যায়েও প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি।
আজ পর্যন্ত বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের চা
জাতীয়করণ হয়নি। জোট সরকারের ক্ষমতার মে
আছে মাত্র একমাস। তা ছাড়া এই সরকারের শেষ স
অধিবেশন সম্ভবত আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্তই শেষ।
সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হলে এই সরক
আমলে এই সিদ্ধান্ত নেয়া আর সম্ভব নয়। আর
প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হয় তবে
শিক্ষকদের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিসে
চিহ্নিত হবেন, যার প্রভাব পড়বে আগামী জা
নির্বাচনে। অবশ্য কিছুদিন আগে এই শিক্ষকদের
সামান্য বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে মূল
চাকরি জাতীয়করণের বিষয়ে কারও কোন মাথাব্যথা
তাই শেষ সময়ে শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দা
কঠোর আন্দোলন শুরু করেছেন। মঙ্গলবার তা
ছ'দিনের ধর্মঘট শেষ হয়েছে। আগামী ১০ অক্টোবর
মহাসমাবেশ করবেন।
বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একাংশের সভা
মোহাম্মদ সামসুল আলম জনকণ্ঠকে বলেছেন, বেসর
প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের বিষয়টির
প্রধানমন্ত্রীর মান-ইজ্জত জড়িত। কারণ তিনি শিক্ষ
মহাসমাবেশে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা সারাদে
মানুষ জানে। এখন যদি এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ন
তা হলে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হবেন। আ
আশা করি ১০ অক্টোবর মহাসমাবেশের আগেই প্রধা
বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়ক